R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে
বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ
জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির
জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর
সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-
অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ

সোমনাথ সিংহ – সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার – সম্পাদক

১০২ বর্ষ
১২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ২৬ শে শ্রাবণ, ১৪২২
১২ই আগষ্ট ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

একটু বৃষ্টিতেই ধুলিয়ান পুর এলাকার বাসিন্দারা জলবন্দী

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুর এলাকার নিকাশী ব্যবস্থার উন্নতি কিভাবে হবে ? একটু বৃষ্টি হলেই ১,৭,৮,১৩,১৪,১৫,১৬,১৭ নম্বর ওয়ার্ডগুলোর বাসিন্দারা জলবন্দী হয়ে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, পুর এলাকার নিকাশী ব্যবস্থার অবনতি ঘটে ফরাক্কার ফীডার ক্যানেল চালুর পর থেকে। আগে ধুলিয়ান এলাকার ব্যবহৃত জল গিয়ে পড়ত হাউসনগর হয়ে গঙ্গার উৎস কাঁকসা নদীতে। ফীডার ক্যানেলের উচ্চতা পুর এলাকার থেকে উঁচু হয়ে পড়ায় ১৯৭৫ সালের পর থেকে কোনভাবেই জল ঐ পথে বার হয় না। তাই ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশের নিচু এলাকা ডাকবাংলো, ধুলিয়ান গঙ্গা রেল ষ্টেশন চত্বর, রতনপুর সব জলে ডুবে যায়। এদিকে বাসুদেবপুর হাই স্কুলের নতুন বিল্ডিং এ দু' ফুট জল। সেখানে লাইনের ধার ঘেঁষে দোকানপত্র হয়ে যাওয়ায় নিকাশী নালা 'কলস' এখন বন্ধ। তাই সেখানেও জল। এই সুযোগে পুরসভা বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল সরাতে অজস্র পাম্প চালু রেখে বিশাল টাকার কারচুপি করে প্রতি বছর বলে এলাকার লোকেদের অভিযোগ।

সমিতি কর্তাদের দ্বন্দ্বে ২টি এ্যাম্বুলেন্স গ্যারেজে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির সুপারিশে তদানীন্তন জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জী ২টি এ্যাম্বুলেন্স মঞ্জুর করেন ঐ সংস্থার নামে। তার প্রেক্ষিতে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক চাঁই সমাজ উন্নয়নের সভাপতি কাঞ্চন সরকারকে ২০১২ সালে ২টি এ্যাম্বুলেন্স মঞ্জুরের খবর দেন। এই সমিতির প্রধান কার্যালয় বাণীপুরে থাকা সত্ত্বেও সভাপতি তাঁর বাড়ীর ঠিকানা সোনাটিকুরী উল্লেখ করে নতুন সংগঠন চালুর চেষ্টা চালান। চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক ডাঃ ভরতচন্দ্র মণ্ডল সভাপতির এই দ্বিচারিতার বিরোধীতা করেন। যে কারণে এ্যাম্বুলেন্স দুটি কার হেফাজতে থাকবে এই নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে দু'পক্ষকে ডেকে মহকুমা শাসক একটা সমাধানের চেষ্টা করেন। এবং আলোচনার কপি জেলা শাসককে পাঠিয়েদেন। এরপর জেলা শাসকও ওদের দু'জনকে তাঁর দপ্তরে ডেকে পাঠিয়ে সমাধানের চেষ্টা চালান। কিন্তু সে জট আজও খোলেনি। এ্যাম্বুলেন্স দুটিও গ্যারেজ বন্দী হয়ে পড়ে আছে কয়েক বছর ধরে। আর এলাকার মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

একান্ত নেমন্তন্ন রক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা : উমরপুর লাগোয়া মথুরাপুরে জাকির হোসেনের শিব রাইস মিলে এক ভোজসভায় ৬ আগষ্ট জঙ্গিপুর পুরসভার কাউন্সিলার সমীর পণ্ডিত, দুই প্রাক্তন কাউন্সিলার বিকাশ নন্দ ও মফিজুদ্দিন সেখসহ পুলিশ প্রশাসনের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিকাশ নন্দ জানান--আমরা তৃণমূলে যাচ্ছি এই নিয়ে শহরে একটা গুঞ্জন কিছু দিন ধরে চলছে। তবে রাইস মিলের অনুষ্ঠান রাজনীতি বর্জিত। ঐ সংস্থার হালখাতা উপলক্ষে কয়েক বছর ধরেই আমরা ওখানে নেমন্তন্ন রক্ষা করি।

সিমেণ্ট ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘট উঠে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের ধলো গ্রামের সোনার বাংলা সিমেণ্ট ফ্যাক্টরীতে শ্রমিক ধর্মঘটে গত সপ্তাহ থেকে উৎপাদন ব্যাহত হয়। জানা যায়, প্রায় ৫০০ ঠিকা কর্মীর দৈনিক মজুরী ২৫৫ টাকার পরিবর্তে হঠাৎ ২৫২ টাকা চালু করায় কর্মীরা ধর্মঘট শুরু করে। সর্বদলীয় শ্রমিক সংগঠনের চেষ্টায় আগের মজুরী ২৫৫ টাকা ম্যানেজমেণ্ট মেনে নেয়ায় সাত দিনের মাথায় ৭ আগষ্ট দুপুর থেকে পুনরায় উৎপাদন চালু হয়।

নৌকা পারাপারে দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভা নিয়ন্ত্রিত এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়ীঘাটে ৪ আগষ্ট এক নৌকা দুর্ঘটনায় কয়েকজন কলেজ ছাত্রীসহ আরো কিছু যাত্রী নদীতে পরে যায়। নৌকাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রীজের

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ডগ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৪২২

শপথ বাক্য প্রকৃত হউক

১৫ই আগষ্ট, ভারতের স্বাধীনতা দিবস। সহস্রাব্দের প্রথম স্বাধীনতা দিবস। ১৯৪৭ সালে, দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের দাবী মানিয়া লইয়া ভারতের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান ও ভারত--এই দুই রাষ্ট্রের জন্ম দিয়া শাসনাধিকার লাভ করিলেন। ক্ষমতালাভের মোহ তখন আমাদিগকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল যে, রোপণ করা বিষবৃক্ষের পরিণাম তখনই না বুঝিলেও আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যাইতেছে।

জন্মলগ্ন হইতেই পাকিস্তানের ভারত-বৈরিতা জম্মু-কাশ্মীর বিষয়ে প্রকট হয়। কয়েকটি যুদ্ধে পাকিস্তান হারিয়া গেলেও হাল ছাড়ে নাই। ভারত সম্বন্ধে তাহার নবতম অভিযান শুরু হইয়াছে--একদিকে আই.এস.আইয়ের কার্যকলাপ, অন্যদিকে জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গীহানা, আজাদ কাশ্মীরে জঙ্গী প্রশিক্ষণ চলিতেছে হাজারে হাজারে। ভাড়াটে সৈনিকদিগকে ভারতে প্রেরণ করানো হইতেছে। দেশের অভ্যন্তরে বিস্ফোরণ ঘটাইয়া প্রাণ ও সম্পত্তির বিনাশ ঘটান হইতেছে। নিরীহ তীর্থযাত্রীদের প্রাণ বলি হইতেছে। নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর বিভিন্ন সেক্টরে জঙ্গীরা ভারতীয় এলাকায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আঘাত হানিবার মওকায় অপেক্ষমাণ। জম্মুতে সৈন্যদের, নিরাপরাধ মানুষদের নির্বিচারে জঙ্গীরা হত্যা করিয়া চরম সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া সোচ্চার হইলেও তদীয় কার্যকলাপে তত্রস্ত জনগণের নিশ্চিত নিরাপত্তার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। জম্মুতেই নানা স্থানে মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করিতেছে জঙ্গীরা। তাহারা বিদেশী অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিতেছে। ভারতের সদিচ্ছার প্রমাণ পাকিস্তান নানা বৈরিতায় দিয়াছে। এক সময় প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী বাসে লাহোর যাত্রার উত্তরে পাকিস্তান কারগিল যুদ্ধ বাধাইয়াছিল। আগ্রায় বাজপেয়ী মোশারফের শীর্ষ বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলেও পাক সামরিক শাসক পারভেজ মোশারফের পালে যথেষ্ট হাওয়া লাগিয়াছিল। তিনি জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গী হানাকে সেখানকার লোকের স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দিয়াছিলেন। জঙ্গী সন্ত্রাস তিনি মানেননি। অথচ জঙ্গি সন্ত্রাস আজও ক্রমবর্দ্ধমান। ভারতের শাসককুল শান্তির ললিত বাণী শুনাইতে তৎপর রহিয়াছেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তর এক সময় জঙ্গী সন্ত্রাস দমনের জন্য যে দৃঢ় পদক্ষেপ লইবার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছিলেন, পরিণামে তাহা পর্বতের মূষিক প্রসবে পরিণত হইয়াছে। জম্মু উপদ্রুত এলাকা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলও ক্রমে অশান্ত হইয়া উঠিতেছে। নাগাল্যাণ্ড সমস্যা ও মনিপুর সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার মিলিটারি পাঠাইয়া কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছে।

বস্তুত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দেশের **মানুষের** নিরাপত্তা ও স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট **দৃঢ় নীতি** লইতে না পারায় মানুষের দুর্গতি চরমে উঠিয়াছে। আন্তর্জাতিক দরবারে কেন্দ্রীয় সরকার বাহবা কি নিন্দা, কী পাইতেছে, তাহা বলিতে পারি না। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা দুর্বলতা ক্রমশ প্রকাশ পাইতেছে। এই অবস্থায় অঙ্গরাজ্যের জনগণ যদি নিরাপত্তা না পান, দিনের পর দিন যদি তাঁহারা হত্যারই শিকার হন, তবে তাঁহারা ভারতের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশ হারাইবেন, ইহা নিশ্চিত।

আজিকার দিনে সরকারকে সকলের নিকট বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে হইলে দৃঢ় পদক্ষেপে আগাইতে হইবে, জনগণকে নিশ্চিত নিরাপত্তা দান করিতে হইবে। বহির্ভারতে কোন্ রাষ্ট্র বাহবা দিল কি 'দুয়া' দিল, তাহা না দেখিয়া দেশের ভিতরের ও বাহিরের কন্টক নির্মূল করিতে হইবে। ইহাই হইবে আজিকার দিনের প্রকৃষ্ট শপথ বাক্য।

জঙ্গিপুরে প্রথম স্বাধীনতা দিবস

শীলভদ্র সান্যাল

এ রকম একটা জোর খবর সবার মুখে মুখে তখন চাউর হ'য়ে গিয়েছিল, মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হ'তে যাচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এই রকম যে একটা হাওয়া উঠেছিল, তার কারণটিও সহজবোধ্য। মুর্শিদাবাদ মুসলমান প্রধান অঞ্চল, তার উপর নবাবদের দেশ। সুতরাং জেলাটি পাকিস্তানে চলে গেলে আশ্চর্যের কী আছে ! অনেকে তো জমি-বিক্রী করার কথা চিন্তা ভাবনাও শুরু করে দিয়েছিলেন। বাস্তুচ্যুত হওয়ার ভয় ও আশঙ্কা অনেকের মনই গ্রাস করেছিল। পাড়ায় পাড়ায় ফিসফাস আলোচনা, মানুষের জটলা। চারিদিকে কেমন একটা থমথমে পরিবেশ। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যদিও এখানকার সাধারণ মানুষ বরাবরই শান্তিপ্রিয়, তবুও স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কায় ক্রমশঃ জোটবদ্ধ হচ্ছিল। অন্ততঃ একটা রাতের জন্য পাড়ার শিশু ও মেয়েদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্থানীয় এক জমিদার বাড়িতে। আত্মরক্ষার জন্য প্রচুর পরিমাণে ইঁট আর পাথরের টুকরো স্তুপাকৃত

(পরের পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বয়স্কদের টীকাকরণ কবে হবে ?

সম্প্রতি স্বাস্থ্যদপ্তরের উদ্যোগে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত এনসেফ্যালাইটিস টীকাকরণ কর্মসূচী চলছে। আমাদের জানা আছে গত বছর জাপানী এনসেফ্যালাইটিস ও এ্যকিউট এনসেফ্যালাইটিসে উত্তরবঙ্গে কতজনের প্রাণহানি ঘটে ছিল। ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত এই টীকাকরণ চলছে, কিন্তু বয়স্কদের কবে হবে ? শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

ইতিহাসের চিঠি তোমাকে নেতাজী

বিশাখা বিশ্বাস

দ্বিপ্রহরের বুক থেকে বিদীর্ণ করে ঘরে ঘরে যখন বেজে উঠছে শংখ, "তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে" বিগত দিনের সেই বিশ্বাসঘাতক আমরা বর্তমানের নোতুন প্রজন্মের কাছে আজ নোতুন পোষাকে আবার হাজির হচ্ছি দেখে তুমি কী হাসছো নেতাজী ? তুমি কী হাসছো কেবল এই জন্যে যে, ভল্গা ছেড়ে মার্ক্সকে আজ বেঁচে থাকতে হচ্ছে এই ভাগীরথীর তীরে এবং লেনিনকে ছেড়ে সুভাষপূজার হিড়িকে আমাদেরও আজ খুঁজতে হচ্ছে টিকে থাকার নোতুন আশ্রয় ?

সেদিনের কথাটা আজও অনেকের মনেই অম্লান হয়ে আছে নেতাজী। ঘরে ঘরে আমরা তখন ফেরি করতাম সেই গল্প--জাপান আর জার্মানের কাছে নাকি দেশ বেচে দিতে চাও তুমি। ঘরে ঘরে ফিসফিসিয়ে আমরা তখন প্রচার কোরতাম, বার্মার পতিতালয়ে সুন্দরী মেয়ে নিয়ে ফূর্তির মতলব ছিল তোমার। ঘরে ঘরে আমরা তখন তাই বলতাম, 'মুক্তিফৌজ' নামক তস্কর বাহিনী নিয়ে ভারতের মাটিতে সুভাষ এলে সেই ঘৃণ্য কাজের যোগ্য জবাব সে পাবে আমাদের কাছ থেকে (জনযুদ্ধ তাং-১৩/১/৪৩)"। তোমার প্রবল দেশপ্রেমের জোয়ারে সমগ্র ভারত যখন প্লাবিত হচ্ছে, একদল বেয়াদব ঘোড়ার মতো স্বদেশভূমির সাথে শেকড়হীন, সম্পর্কহীন আমরা মীরজাফরের উত্তরাধিকারীরা সেদিন তখন আমাদের পত্রিকায় আঁকলাম এক ঘৃণ্য কার্টুন ঃ ভারত লুণ্ঠনের জন্য জাপানী সৈন্যদের পথ দেখিয়ে আনছে এক বিশ্বাসহন্তা বামন—বামনের নাম সুভাষ (জনযুদ্ধ নভেম্বর ২০)।

দেশমাতৃকার গর্ভজাত বীর সৈনিকগণ যাদের কাছে কোনদিন ভাই ছিল না, বিদেশভূমি যাদের কাছে চিরদিনই ছিল ফাদার-ল্যাণ্ড, আজ বিকেলের পরন্ত রোদে হাতে হাত রেখে মানববন্ধন করে নোতুন প্রজন্মকে নোতুন করে আবার তারা বোকা বানাতে চাইছে দেখে তুমি হয়তো হাসছো নেতাজী। তোমার হাসিতে আমাদেরও আজ মনে পড়ে গেল সেদিনের হাস্যকর সেই ইতিহাস। আমরা তখন তোমাদের বলতাম পঞ্চম বাহিনীর--বিশ্বাস হন্তারকের দল। বোম্বের ঐতিহাসিক সেই ২০ মে সম্মেলনে আমরা তাই ঘোষণা করলাম--বিশ্বাসঘাতক পঞ্চম বাহিনী--অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য হল ট্রেইটর বোসের ফরওয়ার্ড ব্লক (কমিউনিষ্ট পার্টি বাই মধু লিমায়ে পৃঃ-৪৯)। সেই সাথে আমাদের সংগ্রামী কাগজে আমরা ছাপলাম একটি কার্টুন: হাজার হাজার নিরন্ন নিরীহ ভারতবাসীর মাথার ওপরে তুমি ঝাঁকে ঝাঁকে বর্ষণ করছো জাপানী বোমা (জনযুদ্ধ তাং-২১/১১/৪৩)। তোমার কী মনে আছে নেতাজী সেই জঘন্য কার্টুনের ইতিহাস ? হিটলারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবেনট্রপের কোটের পকেটে বসে আছে এক বিড়াল, বিড়ালের গায়ে লেখা ট্রেইটর বোস ?........

(৪ পাতায়)

স্বাধীনতা না স্বাদহীনতা

হরিলাল দাস

দাদাঠাকুর তাঁর সহজ কথার খেলায় স্বাধীনতার স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন অনেক বছর আগে। স্বাদহীনতা মানে যে খাবার স্বাদহীন তা। অন্য মানেও হয়--সে স্বাদ যারা কখনও পায় নি, তাদের কাছে সুস্বাদু খাবারও স্বাদহীন--যেমন পলান্ন। দাদাঠাকুরের এই ব্যঙ্গ কথার ব্যাখ্যা এই--১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট আমরা যে স্বাধীনতা পেলাম তার স্বাদ কিন্তু সব ভারতবাসী একইভাবে পায়নি। দেশ ভাগে যারা বাস্তুহারা তাদের কাছে এই স্বাধীনতার স্বাদ কেমন !

তাই তো কবির গান বাজে
আমাদের কানে মনে--

'কাঁদে রে জন্মভূমি, কাঁদে রে ভারতমাতা,
মাথায় যার সোনার মুকুট, গায়ে তার ছেঁড়া কাঁথা
এ কেমন স্বাধীনতা !

আমাদের এক দিকে বেশ কিছু লোকের অতুল ঐশ্বর্য্য--তারা আরও-আরও চায়। অন্যদিকে প্রবল দারিদ্র -- দুবেলা দুমুঠো পেটের ভাত জোটে না।

আমাদের গণতন্ত্রে ভোটের রাজনীতিই একমাত্র রাজনীতি। গরিবি এই রাজনীতির খেলার বড়ে। বহু দল্। সব দলই বলে, তারাই একমাত্র ভালো--আর সবাই খারাপ। ভালো দলকে ভোট দাও গরিবরা, তোমাদের আর দুঃখ থাকবেনা। তারপর গদিতে বসতে পারলে ব্যক্তি স্বার্থে কাজ করে নেতারা। কদাচিত সরকার বদল হয়--সাধারণ ভোটারদের দশার বদল হয় না।

ক্ষমতাবানদের দুর্নীতির তথ্য বেরিয়ে আসে। তবে তা চাপা পড়ে যায়। চলতে থাকে অন্য নামে। এসব আমাদের জানা। কিন্তু 'প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে' 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'।

সম্প্রতি লোকসভায় কাজ হচ্ছে হৈচৈ হল্লা। বিজেপি আর কংগ্রেস পরস্পর মন্ত্রীদের দুর্নীতি ফাঁস করে দিচ্ছে। এখন লোকসভার বাইরে অনশন মঞ্চে বসে শোনাচ্ছে সব কেচ্ছা। তাতে লাভ কী হচ্ছে ?

আমরা কি এই সব কেলেঙ্কারির স্বাদ পেতেই স্বাধীনতা পেয়েছি ? স্বাধীনতার এতদিন পরেও শিক্ষার আলো গেল না সব ঘরে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতই। এ কেমন স্বাধীনতা ! তাই এই স্বাধীনতা মানে স্বাদহীনতা।। জনগণ নামক ভোটারদের স্বাধীনতার স্বাদ এখনও এই। এবং ভোট আর দুর্নীতি--এই নিয়ে রাজনীতি।

স্বাধীনতা

শীলভদ্র সান্যাল

স্বাধীনতা ! তুমি বুটের আওয়াজ। কারগিলে। সিয়াচিনে।
ডিউটির ফাঁকে প্রতি হপ্তায় চিঠি লেখ ব'সে ক্যাম্পে
হিমের চূড়ায় চাঁদ মরে যায় একা একা প্রিয়া বিনে
দূর দেশে বৌ পড়ে সেই চিঠি, রাতে, কেরোসিন ল্যাম্পে।

হাওয়া দোলা দেয়। পাতায়-পাতায় এল কুসুমের মাস
গুলি-গোলা তবু হয় বিনিময়। চোখের চাহনি বক্র
ছুটিতে আসার কথা ছিল যার, ফিরে এল তার লাশ
হাত তালি পড়ে। বৌ নিল হাতে সেনানীর বীরচক্র।

স্বাধীনতা ! তুমি পাঠশালা ফেলে কাটতে গিয়েছ মাটি
স্বাধীনতা ! তুমি শহরতলির ভীষণ গোলোক ধাধা !
স্বাধীনতা ! তুমি ললিপপ ! আর স্বপ্নের চুষিকাঠি
নষ্ট-চাঁদের খালে প'ড়ে থাকা আলু-থালু-বেশ রাধা।

স্বাধীনতা ! তুমি মাথার মধ্যে অঙ্কটা হিজিবিজি
স্বাধীনতা ! তুমি পথে-প্রান্তরে শুনেছ চারণ-কবি ?
হাজার কোটির স্ক্যাম দেখে তবু ব'সে থাকে গান্ধিজি।
'সন্ত্রাসবাদী' তকমাটা পেল পরাধীন বিপ্লবী !

স্বাধীনতা ! তুমি রাজপ্রাসাদের রোশনাই ! ঝাড়লণ্ঠন !
ঠাঁই নিলে শুধু বাবুদের দামি নাগরার সুখতলাতে
উচ্চ কণ্ঠে দেশ জুড়ে যাঁরা স্বপ্ন করেন বন্টন।
তাঁরা দেখি শুধু জ্ঞাতিগুষ্টিকে রেখে দেন দুধ-কলাতে।

স্বাধীনতা ! তুমি ঝাণ্ডা। শ্লোগান। মার্চপাষ্ট। লালকেল্লা।
ঘোমটার ফাঁকে গাঁয়ের বৌটি দেখে নেয় কোনও মতে
ভোরের শিশিরে কুমড়ো লতাটি কেমন ধরেছে জেল্লা
পল্টু ছুটেছে পতাকাটি নিয়ে যুগান্তরের-পথে।।

জঙ্গিপুরে প্রথম স্বাধীনতা.................. (২ পাতার পর)

করা হয়েছিল জমিদার বাড়ির ছাদে। হামলা হলে ওইগুলো দিয়েই আত্মরক্ষার জুতসই প্রস্তরযুগীয় আদিম পদ্ধতি ! পাড়ার তরুণরা সংঘবদ্ধ হ'য়ে সতর্ক নজর রাখছিল চতুর্দিক। সবখানে একটা কী হয় কী হয় ভাব ! জঙ্গিপুর পুলিশ ফাঁড়িতে ততদিনে দৈত্যাকৃতি চেহারার সব পাঠান পুলিশরা এসে তাল ঠুকছে আর বেপরোয়াভাবে বুক চিতিয়ে এখানে ওখানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বাজারে গিয়ে নিরীহ গরীব মানুষের ঝাঁকা থেকে বিনা পয়সায় তুলে নিচ্ছে আনাজপত্র, কারও বাগানে ঢুকে পড়ে গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে যাচ্ছে কলার কাঁদ, কাঁঠাল, ডাবের ঝুরি। তাদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। মুখে কিছু বলবে, তার জো কী ! এদিকে ওরা গোঁফে চাড়া দিয়ে খৈনি টিপছে। প্রতিদিন কাটা হচ্ছে মুরগি, খাসি। একটা দিলখুশ, উৎসব মুখর পরিবেশ। ভাবখানা যেন, মুর্শিদাবাদ তো পাকিস্তান হচ্ছেই শুধুমাত্র ঘোষণার অপেক্ষা, এই যা। এ রকমও শোনা যায়, মুর্শিদাবাদ নাকি দিন দুয়েকের জন্য পাকিস্তান হয়ে গিয়েছিল। সত্য মিথ্যা জানিনা। বয়স্ক প্রবীণরা বলতে পারবেন। সে যাই হোক, যথা সময়ে খবর এল, মুর্শিদাবাদ ভারতের অন্তর্ভুক্ত। ঠিক যেমন, হিন্দু প্রধান অঞ্চল খুলনা জেলাটি ভৌগোলিক কারণে চলে গেল পাকিস্তানে। মুর্শিদাবাদের ভারতভুক্তির খবরে ওই সব পাঠান পুলিশের দল যে রাতারাতি কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল কে জানে!

জমিদার বাড়ির সংলগ্ন মাঠে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে প্রথম স্বাধীনতা দিবসটি উদযাপন করা হয়েছিল। পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠ এক অশীতিপর বৃদ্ধকে দিয়ে উত্তোলন করানো হয়েছিল ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ভারতের পতাকা। পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের দলীয় পতাকার অনুরূপ। শুধু চরখার পরিবর্তে পতাকার কেন্দ্রে এসেছিল অশোকচক্র। প্রগতির প্রতীক। ছত্রপতি শিবাজীর গুরু রামদাসের ভাগোয়া ঝাণ্ডার আদর্শে উপরের অংশটি গেরুয়া। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতীক। নীচের অংশ সবুজ। তারুণ্যের বার্তাবহ। অনুষ্ঠান স্থলে যাওয়ার পথের দু'ধারে স্কুলের ছেলেমেয়েরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করে বৃদ্ধকে অভিবাদন জানিয়েছিল। খদ্দরের ধুতি-চাদর-ফতুয়ায় পরিশোভিত ছিয়াশী বছরের ওই বৃদ্ধ সবার অভিনন্দনে অভিভুত হ'য়ে অনুষ্ঠান মণ্ডপের দিকে ধীর পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। এক অদ্ভূত প্রশান্তি, আনন্দ ও গৌরবে যে তাঁর মন সেদিন ভরে উঠেছিল, এটা অনুমান ক'রে নিতে অসুবিধে হয় না। জীবন সায়াহ্নের প্রান্তসীমায় পৌঁছে জীবনের এমন এক শ্রেষ্ঠ মুহূর্তের অংশীদার হবেন, একি তিনি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন ! স্বাধীন ভারতের প্রথম অরুণোদয়ের পুণ্য কিরণমালায় তাঁর চোখমুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল, সমস্ত হৃদয় অভিষিক্ত হয়েছিল। সমবেত সুধীজনের উপস্থিতিতে ব্যাণ্ড বিউগল, ঘনঘন শঙ্খধ্বনিতে মুখর এক স্বর্গীয় পরিবেশ রোমাঞ্চিত হ'য়ে সেদিন যে বৃদ্ধটি কম্পিত হাতে স্বাধীন ভারতের পতাকা তুলেছিলেন তিনি আমার স্বর্গত পিতামহ শশধর সান্যাল। অপ্লুত হৃদয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে সেদিন তিনি উজার করে দিয়েছিলেন অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। 'বন্দেমাতরম্' গানের সুর-মূর্ছনায় আকাশ বাতাস নন্দিত হয়ে উঠেছিল। ১৯৫৭ সালে জঙ্গিপুরে প্রথম বিদ্যুৎ আসে। অতএব খালি গলাই তখন ছিল একমাত্র সম্বল।

এখানে 'বন্দেমাতরম্' গানটি সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। গানটি প্রথম স্থান পায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে (১৮৮২ খ্রীঃ)। এটি রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'জনগণমন' গানটির প্রায় ত্রিশ বছর আগের লেখা। ১৮৯৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে গানটি প্রথম গাওয়া হয়। আর 'জনগণমন' প্রথম গাওয়া হয় ১৯১১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর আর এক কংগ্রেস অধিবেশনে। ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর কনস্টিটুএণ্ট অ্যাসেম্বলির সভাপতি হিসেবে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ 'বন্দেমাতরম্'--কে প্রথম জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেন। পরে ১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়ারি ভারতের ওই অ্যাসেম্বলি 'বন্দেমাতরম্' কে ন্যাশনাল সং ও 'জনগণমন'কে ন্যাশানাল অ্যানথেম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭২ সালের ২৬শে ডিসেম্বর পূর্বপাকিস্তান 'বাংলাদেশ' নাম নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করলে, রবীন্দ্রনাথেরই লেখা 'আমার সোনার বাংলা' গানটি সে দেশের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পায়। একই কবির লেখা গান দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত, সারা বিশ্বে এমন উদাহরণ দুটি নেই।

ইতিহাসের চিঠি......................(২ পাতার পর)

নেতাজী, সেদিনের সেই রাজনৈতিক কাঁচা শয়তানেরা আজ নিরীহ সজ্জনের মতো কথা বলছে শুনে তুমি কী হাসছো ? পাপের কাছে তার বাপেরা আজ কানমলা খেয়ে রাজ্য জুড়ে যে কাণ্ড করছে তা দেখে আমরাও আজ না হেসে পারছি না নেতাজী। কত কথাই না আজ মনে পড়ে যাচ্ছে। তুমি তো জানতে তোমাকে আমরা বোলতাম ৫ম বাহিনীর সর্দার--বিশ্বাসঘাতকের নেতা। তাই যে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তুমি করে গেলে আপোষহীন সংগ্রাম, সেই ইংরেজ রাজশক্তিই ঠেঙারে কর্মচারী ম্যাক্সওয়েলকে আমাদের কমরেড পী/সি জোশী লিখলেন তোমার প্রবল ব্যক্তিত্বের জোয়ারে উদ্বেলিত সংগ্রামী ভারতের “বিভিন্ন প্রদেশে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে, পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইতে তুমি আমাদের যথাযথ সাহায্য কর” (১৫/৩/৪৬এ জোশীর চিঠি যা ভারতের জাতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে এবং যার ফটোকপি লেখিকার হাতে আছে)। সেই সাথে আমরা সেদিনও এঁকেছিলাম এক কার্টুন ; জাপানী দৈত্যের পোষা এক খোকার ছবি, খোকার নাম সুভাষ (জনযুদ্ধ তাং-৮/৮/৪৩))। আরেক কার্টুন ছিল তালগাছে চেপে এক ভারতীয় কুত্তা ভারতের দিকে চেয়ে আছে--তাকে নীচে পাহারা দিচ্ছে এক জাপানী সৈনিক--কুত্তার নাম সুভাষ (জনযুদ্ধ–১৯৪৩)।....

যারা এইভাবে তোমাকে একদিন তোজোর কৃত্তা বলেছিলো, যারা এইভাবে তোমাকে একদিন ফিফ্‌থ কলামিষ্ট বলেছিল, যারা এইভাবে তোমাকে একদিন কুইসলিং বলেছিল, ইতিহাসের কড়া চাবুকে ক্ষতবিক্ষত সেই মীরজাফর ইয়ারলতিফ আর উমিচাঁদের, যারা ভল্লার বুক হতে তাড়া খেয়ে এসে গঙ্গার বুকে আজ আশ্রয় নিয়েছি--ইতিহাস না জানা আজকের নবীন প্রজন্মের কাছে তোমাকে পুঁজি করে তারাই আবার একটুকু শক্তপোক্ত হতে চাইছি দেখে তুমি কী হাসছো নেতাজী ?...

হাসো-- নেতাজী তুমি হাসো। কেননা, জোতদার জমিদারের বুকে বসাবো বলে পুঁজিপতির কামারশালা থেকে যে ছুরিকায় আমরা একদিন শান্ দিয়ে আনতাম, তার চেয়েও অনেক বেশী ধারালো তোমার ঐ বাঁকা হাসি। তোমার ঐ হাসিতে মুক্ত বুদ্ধির নয়াপ্রজন্ম ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে নিজেরাই খুঁজে পাক সাবেকী সেই বিশ্বাসহন্তারকদের আসল ইতিহাস। জয়হিন্দ -- জয়তু নেতাজী।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জরুর পঞ্চায়েতে কংগ্রেসীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের জরুর পঞ্চায়েতের প্রধান রীণা বিবি কংগ্রেস থেকে জয়ী হয়ে পরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান হন। তার বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ এনে কংগ্রেস থেকে ৩০ জুলাই প্রধানের দপ্তরের সামনে ১৯ দফা দাবীর প্রেক্ষিতে বিক্ষোভ জানানো হয়। শৌচালয় নির্মাণে গাফিলতি। ইলেকট্রিক পোল ও সরঞ্জামের জন্য দুঃস্থদের যে টাকা সরকার থেকে দেয়া হয় সে ব্যাপারে অনীহা, নিকাশী ব্যবস্থায় গাফিলতি ইত্যাদি। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মহঃ হাসানুজ্জামান, বাপি চ্যাটার্জী, মোহন মাহাতো প্রমুখ।

শিশু শ্রমিক স্কুলের শিক্ষকদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩ আগষ্ট জঙ্গিপুর মহকুমার ৬টি ব্লকে এবং ৫ আগষ্ট মহকুমা শাসকের দপ্তরে মুর্শিদাবাদ জেলার শিশু শ্রমিক স্কুলের ৪০০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা পৃথক পৃথক ডেপুটেশনের মাধ্যমে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। গত এপ্রিল থেকে হঠাৎ স্কুলগুলি বন্ধ করে দেয়া, দীর্ঘ ১৮ মাসের বকেয়া, অবিলম্বে ছাত্রদের স্টাইপেন্ড ভাতা প্রদান, পুনরায় স্কুলগুলি চালুর দাবী জানানো হয়। মুর্শিদাবাদের জেলা শাসকের তুঘলকি আচরণের ফলে আজ স্কুলগুলি বন্ধ। অন্যান্য জেলায় এইসব স্কুল চালু থাকলেও আগামী সেপ্টেম্বর মাসের পরিবর্তে হঠাৎ করে এপ্রিল মাসে স্কুলগুলি বন্ধ করে দেয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে বিগত বর্ষের ৭০০০ ছাত্রছাত্রীর স্টাইপেন্ড ভাতা ব্লক অফিসে পড়ে আছে। এছাড়াও শিক্ষক শিক্ষিকাদের দীর্ঘ ১৮ মাসের সাম্মানিক ভাতাও বাকী। এসব কারণে ৫ আগষ্ট মহকুমা শাসকের দপ্তরে ৩০০ শিক্ষক শিক্ষিকা সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অবস্থান করেন।

আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক যুবকরণ দপ্তরের উদ্যোগে ও রাজানগর প্রগতি সংঘের সহযোগিতায় গত ২৬ জুলাই এক আলোচনা চক্র হয়ে গেল। স্বচ্ছ ভারত অভিযান, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, পরিবেশ দূষণ ও তার সমস্যা, গ্রামীণ উন্নয়ন, শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত, নীহার মুখার্জী প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে যোগ ব্যায়াম প্রদর্শিত হয়।

নৌকা পারাপার..................(১ পাতার পর)

পিলারে ধাক্কা মারলে এই বিপত্তি ঘটে। ভাঙন প্রতিরোধে বালির বস্তা বোঝায় নৌকার মাঝিদের সহযোগিতায় কলেজ ছাত্রীদের জল থেকে তোলা হয় বলে খবর। প্রথম বর্ষের ছাত্রী সুজাপুরের শিল্পী খাতুন ও জরুর গ্রামের নুরিমা খাতুনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একটা ভটভটিতে প্রায় ৮০ জন যাত্রী পার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। উত্তেজিত ছাত্ররা ফেরীঘাটে চড়াও হয়ে পারানি আদায়ের ঘরটি ভাঙচুড় করে। ফেরীঘাটে কোন জেটি নেই। রাতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই। নৌকায় সঠিক যাত্রী পারাপারে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। যার ফলে গাদাগাদি করে পারাপারে বিপদের সম্মুখহীন হচ্ছেন যাত্রীরা। এ অভিযোগ স্থানীয় বিধায়কের। অন্যদিকে নিত্য যাত্রীদের অভিযোগ-- সদরঘাট বা গাড়ীঘাটে নিয়মমত ইজারাদারের নৌকাও থাকে না। বাধ্য হয়ে ফেরী নৌকায় পারাপার করতে হয়। পুলিশ বা প্রশাসন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।

জঙ্গীপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি
গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।